বৈশাখী ঘুড়ি উৎসব-২০২৩

তারিখঃ ১৫/০৪/২০২৩

আমাদের বাঙালিদের প্রাণের উৎসব হল পহেলা বৈশাখ। বরাবরের মতো এবারও বৈশাখের রঙে স্বাপ্নিক রাঙিয়ে তুলেছিল দিনটাকে। সকালবেলা বিপদগ্রস্ত মানুষগুলোর কাছে বৈশাখের পোশাক বিতরণের মাধ্যমে বছরের প্রথম দিনটার শুরু হয়। এরপর বিকেলে স্বাপ্নিকের অন্যতম আয়োজন ছিলো ঘুড়ি উৎসব। বিভিন্ন রঙের ঘুড়ির সমন্বয়ে আমাদের উৎসবটি অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ একটি রূপ ধারণ করে। সকল বয়সের মানুষ যেন বৈশাখির রঙে রাঙানো বিভিন্ন ডিজাইনের ঘুড়ি নিয়ে জমায়েত হয়েছিলো স্বাপ্নিকের এই আয়োজনে। বিভিন্ন রঙ এর ঘুড়ির সমারোহে আমাদের মনটাও যেন রেঙে ওঠে বাহারী সমারোহে। তবে প্রতিবারের ন্যায় এবার শুধু মাত্র একটি আয়োজনে সীমাবদ্ধ থাকেনি স্বাপ্নিকের বৈশাখ উৎযাপন। গ্রামের সকল বয়সী ও পেশার মানুষদের নিয়ে আরো আয়োজন করা হয় বাহারী মজাদার খেলার। যার মধ্যে ছিলো সুপারীর খোলে করে দৌড় প্রতিযোগিতা,আমাদের মা-বোনদের বালিশ বিতরণ খেলা,হাড়ি-ভাঙা, সাইকেল ও মোটর সাইকেলের স্লো রেস। অসংখ্য মানুষের উৎসাহ ও অংশগ্রহনে পহেলা বৈশাখের এই দিনটি পরিনত হয় একটা আনন্দ মেলায়। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, আমরা যতটা আশা করেছিলাম,তার থেকে কয়েকগুণ বেশি অংশগ্রহণকারী আমরা পেয়েছিলাম এই আয়োজনে যা আমাদের অতীতের সোনালী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে আরো একবার স্মরন করায়।

উক্ত আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন পরম শ্রদ্ধেয় মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ,স্বাপ্নিকের সম্মানিত উপদেষ্টাবৃন্দ,গ্রামের ইউপি মেম্বরসহ আরো অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিত্য। যারা প্রতিযোগীতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করেন। এবং এরই মাধ্যমে স্বাপ্নিকের পহেলা বৈশাখের আয়োজনের সমাপ্তি ঘটে। উক্ত আয়োজনের কো-অর্ডিনেটরের দ্বায়িত্ব পালন করেন স্বাপ্নিকের এক্সিকিউটিভ সদস্য **শাওন চক্রবর্তী** এবং সহযোগীতায় ছিল স্বাপ্নিক পরিবারের সদস্যবৃন্দ।

গ্রামের মানুষকে আবহমান এই সংস্কৃতিতে জড়িয়ে রাখার ছোট্ট নিমিত্তে স্বাপ্নিকের এই আয়োজন। আর প্রতিবার যেন গ্রামের আপামর জনসাধারণের অংশগ্রহণ স্বাপ্নিকের আয়োজনের সফলতা বাড়িয়ে দেয় কয়েকগুণে। মনের এই রঙিন মানসিকতাকে জানাই স্বাপ্নিকের পক্ষ থেকে আন্তরিক শ্রদ্ধা। যুগ যুগ ধরে মনের এই রঙকে যেন রাঙিয়ে রাখার একান্ত কামনায় থাকবে স্বাপ্নিক পরিবার।

প্রতিবেদক
জয়ানন্দ মন্ডল
১৬/১০/২০২৩
অনার্স শাখা, স্বাপ্নিক